তেইশ তলা থেকে পড়ে উজ্জল ভাইয়ের অকস্মাৎ মৃত্যু

সোনা কান্তি বড়ুয়া

উজ্জল ভাইয়ের (আবু সায়েদ হাসান) অকস্মাৎ মৃত্যু সকলকে ভাবিয়ে তুলেছে! টরন্টোর তেইশ তলা বিল্ডিং থেকে পড়ে মারা যান তিনি। দুর্ঘটনার প্রথম প্রতিবেদন রচনা করেন "সাপ্তাহিক সময়" পত্রিকার সম্পাদক এবং এমপি প্রার্থী জনাব আলমগীর হুসাইন। উজ্জল ভাই ২০০৮ সালের ১৪ই মে রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টায় ১০, টিসডেল পে, এর ২৩ তলা থেকে পড়ে গিয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমাদের প্রশ্নঃ "এটা কি আত্মহত্যা?! এমন মর্মান্তিক মৃত্যু রহস্য কি?"

উজ্জল ভাইয়ের শ্বশুর মারা গেলেন পহেলা মে। শ্বশুরের জন্য দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজন করতে বন্ধু আব্দুস সালামের (লায়ন) সাথে আলাপ করার জন্যেই এসেছিলেন তিনি তার ২৩ তলার বাসায়। সালামের স্ত্রীকে বলেছিলেন, "ভাবী চা করেন, আমি একটা সিগারেট খেতে বাইরের বেলকোনিতে যাচ্ছি।" বেশ কিছুক্ষণ ভেতরে না আসায় সালাম তাকে বেলকোনিতে খুঁজতে যায়। সেখানে উজ্জল নেই। থাকবে কি করে! তার নিথর দেহ তখন নীচে পড়ে আছে। সালাম পুলিশে ফোন করে। এ মৃত্যু রহস্য নিয়ে পুলিশ কিছুই বলতে নারাজ।

উজ্জল ভাই চলে গেছেন। এই সংবাদ প্রচারিত হবার সাথে সাথে টরন্টোর বাঙালি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। তার স্ত্রী রুমা দু সপ্তাহের মধ্যে বাবা এবং স্বামী হারালেন। তাদের একমাত্র পুত্র সন্তান নাথান আর কোনদিন বাবা বলে ডাকবে না। উজ্বলের মরদেহ বাংলাদেশে পাঠাবার ব্যাবস্থা হচ্ছে।

"কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীত হারা,
অমাবস্যার কা'রা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে!
তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?"

বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে কানাডা কাঙ্খিত দেশ। হাজার হাজার বাঙালীর বাস এখানে। ভিক্টোরিয়া সাবওয়েকে ঘিরে ড্যানফোর্থে গড়ে উঠেছে মিনি বাংলাদেশ ও বাংলাবাজার। বদলে যাচ্ছে ড্যানফোর্থ, স্বাগতম প্রবাসী বাঙালীরা। কিন্তু অদৃষ্ঠের বিড়ম্বনায় টরন্টোর প্রবাসী বাঙালী সমাজে কোথায় যেন ঘুন ধরেছে, কোথায় তার আত্মঅবহেলা, কিসে তার ভরাডুবি?

(লেখক এস বড়ুয়া, সভাপতি, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, টরন্টো,
বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা ও মেডিটেশন মাষ্টার)